E-mail

উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
দিনাজপুর।

কালবৈশাখী এবং শিলাবৃষ্টির পরে ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

বাংলাদেশে সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বজ্রপাতসহ কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। সাধারণত কালবৈশাখী ঝড়ের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ১০০ কিমি-এর বেশিও হতে পারে। কালবৈশাখীর স্থায়িত্বকাল স্বল্প হলেও কখনও কখনও এক ঘণ্টারও বেশিকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। অতি দ্রুত হারে তাপমাত্রা হ্রাস, মেঘে প্রচুর জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং বায়ুর পুঞ্জীভূত উত্তোলনের দরুণ কালবৈশাখীর সাথে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি অতিরিক্ত হলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।

কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি পরবর্তী করণীয় সমূহ

- ঝড় বা শিলাবৃষ্টির পরপরই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে।
- ঝড়ের কারণে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া (বিএলবি) বা লালচে রেখা (বিএলএস) রোগের আক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত যে সকল জমিতে ধান ফুল ফোটা পর্যায়ে রয়েছে সে সকল জমিতে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম দস্তা সার (মনোহাইড্রেট) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে বিকালে স্প্রে করতে হবে। তবে ধান গাছ ফুল ফোটা পর্যায়ের আগে থাকলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ (এমওপি) সার উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।
- **বোরো ধানের এ পর্যায়ে নেক ব্লাস্ট বা শীষ ব্লাস্ট রোগের ব্যাপক আক্রমণ হতে পারে। শীষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার পরে** দমন করার সুযোগ থাকে না। তাই ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক, থোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সাথে সাথে একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে ৫৪ গ্রাম টুপার ৭৫ডব্লিউপি/ দিফা ৭৫ডব্লিউপি/ জিল ৭৫ডব্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি, অথবা ট্রাইসাইক্লাজল/স্ট্রবিন গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৬ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- এসময় জমিতে বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং এর আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণপ্রবণ এলাকায় কীটনাশক যেমন সানমেক্টিন ১.৮ইসি (১.০০ লিটার/হেক্টর), মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি (১.৩ কেজি/হেক্টর), প্লিনাম ৫০ডব্লিউজি (৫০০ গ্রাম/হেক্টর), সানটাপ ৫০এসপি (১.২ কেজি/হেক্টর), এসাটাফ ৭৫এসপি (৭৫০ গ্রাম/হেক্টর), প্লাটিনাম ২০এসপি (৫০ গ্রাম/হেক্টর), মার্শাল ২০ইসি (১.০ লিটার/হেক্টর) অথবা অনুমোদিত কীটনাশকের বোতলে বা প্যাকেটে উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। **কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।** এক্ষেত্রে ডাবল নজল বিশিষ্ট স্প্রেয়ার ব্যবহার করা উত্তম।
- **ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জমির ধান যদি পানির নিচে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে ধানের দানা অর্ধ-পরিপক্ক হলেও তা অতি দ্রুত কর্তন ও মাড়াই করার মাধ্যমে ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।**
- **এছাড়া কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিজনিত ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষার জন্য শীষে ৮০% দানা পরিপক্ক হলেই দ্রুত কর্তন ও মাড়াই করতে হবে।**

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ/ নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অফিস (ডিএই)/বিএডিসি অফিসে যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ (নাগরিক তথ্য সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর);
www.brri.gov.bd

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২১